২৬-০৬-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - দিন-রাত কেবল এই চিন্তাই কর যে কিভাবে সবাইকে বাবার পরিচয় দেব, বাবা সন্তানকে প্রত্যক্ষ করেন এবং সন্তান বাবাকে প্রত্যক্ষ করে। এই বিষয়তেই বুদ্ধি লাগাতে হবে।"

প্রশ্নঃ- জ্ঞান একটুও ব্যর্থ না যায়, তার জন্য কোন্ বিষয়ের খেয়াল রাখতে হবে?

উত্তরঃ- জ্ঞান-ধন দান করার জন্য আগে বোঝার চেষ্টা কর যে এই আত্মা কি আমাদের ব্রাহ্মণ কুলের আত্মা। যে শিববাবার কিংবা দেবতাদের ভক্ত, তাদেরকে জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা কর। সকলে তো এই জ্ঞান বুঝবে না। সেই বুঝতে পারবে যে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হবে। তোমরা সবাইকে একটাই কথা শোনানোর চেষ্টা কর যে কেবল বাবাই হলেন সকলের সদগতি দাতা। তিনি বলছেন, অশরীরী হয়ে আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের তরী তীরে পৌঁছে যাবে।

গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে দুজন বাবা এসেছেন। কখনও ওই বাবা বোঝান, আবার কখনও এই বাবা বোঝান। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, তোমরা যেরকম শান্তভাবে বসে বাবাকে স্মরণ কর, সেইটাই হল সত্যিকারের শান্তি। এটাই প্রত্যক্ষ ফলদায়িনী সত্যিকারের শান্তি, বাকি সব মিথ্যা। ওরা তো নিজের ধর্মকেও জানেনা। পরমপিতা পরমাত্মাকেই জানে না, তাই শান্তি শক্তি কে দেবে? শান্তির দাতা তো কেবল বাবা। বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন, অশরীরী হয়ে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। তোমরা তো অবিনাশী, তাই না? স্বধর্মে স্থির হয়ে বসো, দুনিয়ার কেউই এইভাবে বসেনা। বরাবর আত্মাই এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। পরমপিতা পরমাত্মা তো একজনই। তাঁর অগাধ মহিমা। তিনি হলেন বাবা, তিনি সর্বব্যাপী নন। এই একটা কথা প্রমাণ করলেই তোমাদের জিৎ হবে। তারপর গীতার ভগবানকেও প্রমাণিত করতে হবে। অনেক রকমের পয়েন্টও তোমরা পাও। শিখরাও বলে যে তিনি হলেন সদগুরু, অকালমূর্ত। তাকে মুক্তিদাতাও বলা হয়, তিনিই সকলের সদগতি দাতা। তিনি এসে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। পতিত-পাবনও কেবল বাবাই। এইরকম এইরকম পয়েন্ট নিয়ে সর্বদা বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। বাবাকে ভুলে যাওয়ার জন্যই সকলের দুর্গতি হয়েছে। ভগবান তো একজনই, অন্য কাউকে ভগবান বলা উচিত নয়। সূক্ষ্মবতনবাসীদেরকেও ভগবান বলা যাবেনা। ভগবান হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। এটা তো হল মনুষ্যসৃষ্টি, যারা পূনর্জন্মতে আসে। পরমপিতা পরমাত্মা এইরকম পূনর্জন্মে আসেন না। তাহলে কোন যুক্তিতে বল যে কুকুর বিড়াল সবার মধ্যেই পরমাত্মা আছেন। সারাদিন এইটাই বুদ্ধিতে থাকতে হবে যে সবাইকে কিভাবে বাবার পরিচয় দেব? এখন দিন রাত তোমরা কেবল এইটাই চিন্তন কর যে কিভাবে সবাইকে রাস্তা বলে দেব? পতিত থেকে পবিত্র তো একজনই বানান। এটা থেকে গীতার ভগবানকেও প্রমাণিত করা যাবে। যদি পরিশ্রম কর তাহলে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরই জিৎ হবে। মহারথী, ঘোড়া-সওয়ার, পদাতিক সকলেই তো আছে।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভারতবাসীরাই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পেয়েছিল। এখন লুঠ হয়ে গেছে, তাই পুনরায় বাবা দিচ্ছেন। বাবা তো ভারতেই আসেন। এখন যত ধর্ম আছে, সেইসব ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে, তারপর সত্যযুগ আসবে। হাহাকারের পরে জয়জয়কার হয়। মানুষ দুঃখের সময়ে

'হায় রাম' করে। বলে যে রাম নাম দান করো। এটা নিয়ে একটা শ্লোকও আছে। শিখধর্মেও অনেক রকমের নাম আছে। তারা অকালতখত বলে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের তখত (সিংহাসন) কোনটা? তোমরা বাচ্চারা হলে অকালমূর্ত। তোমাদেরকে কাল (মৃত্যু) গ্রাস করতে পারে না। এই শরীরটার তো বিনাশ হয়ে যাবে। ওরা ভাবে যে অমৃৎসরে অকালতখত আছে। কিন্তু অকালতখত তো হল মহতত্ব। আমরা আত্মারাও ওইখানের নিবাসী। গায়ও যে বাবা, তুমি তোমার তখত ছেড়ে নেমে এসো। ওটা হল সকলের জন্য শান্তির তখত। রাজত্বের তখত তো সকলের জন্য নয়। যেটা বাবার তখত সেটা আমাদেরও তখত। ঐখান থেকেই আমরা আত্মারা অভিনয় করতে এখানে আসি। এখানে আকাশ ছেড়ে আসার কোনও ব্যাপার নেই। বাচ্চাদেরকে সর্বদা এই বিষয়েই বুদ্ধি লাগাতে হবে যে কাউকে কিভাবে বাবার পরিচয় দেব। বাবা সন্তানকে প্রত্যক্ষ করেন, সন্তানও বাবাকে প্রত্যক্ষ করে। কে আমাদের বাবা, কি তাঁর সম্পত্তি যার আমরা মালিক হব। এইসব তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। মুখ্য হল বাবার পরিচয়। যত দ্বন্দ্ব সব এই বিষয়েই। এই নাটক একটা ভুলের ওপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে। রাবণই ভুল করায়। সত্যযুগে তোমরা দেহী-অভিমানী হয়ে থাক। তোমরা জানবে আমরা হলাম আত্মা। কিন্তু এটা বলবে না যে আমরা পরমপিতা পরমাত্মাকে জানি। না, ওখানে তো কেবল সুখই সুখ। দুঃখের সময়ে সবাই তাঁকে স্মরণ করে। ভক্তিমার্গ শেষ হয়ে জ্ঞানমার্গ শুরু হয়ে যাবে, উত্তরাধিকারও প্রাপ্ত হয়ে যাবে। তাহলে ভগবানকে কেন স্মরণ করব? প্রতি কল্পেই এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই নাটক এইভাবেই তৈরি হয়ে আছে। বাবাকে কেউই জানে না। বাবা এখন তোমাদেরকে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। দিন রাত বুদ্ধিতে এটা নিয়েই চিন্তন করা উচিত। এটাই হল বুদ্ধির ভোজন। কিভাবে সবাইকে বাবার পরিচয় দেব। বাবার একটাই পুনঃ অবতরণের গায়ন আছে। বুঝতে পারা যায় যে কলিযুগের অন্তিমে এবং সত্যযুগের শুরুতে অর্থাৎ সঙ্গমযুগে তিনি অবশ্যই পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর জন্য আসবেন। মুখ্য হল গীতাশাস্ত্র। গীতার দ্বারাই হীরেতুল্য হওয়া সম্ভব। অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র তো গীতার কাছে সন্তানসম। ওইসব শাস্ত্র থেকে কোনও উত্তরাধিকার পাওয়া যায়না। গীতা হল সকল শাস্ত্রের শিরোমণি। শ্রীমৎই মুখ্য। শ্রী মানে হল সবথেকে শ্রেষ্ঠ, উঁচুর থেকেও উঁচু। বলা হয় শ্রী শ্রী ১০৮ রুদ্রমালা। এটা হল শিববাবার মালা। তোমরা জানো যে ইনি হলেন সকল আত্মার পিতা। বাবা তো সকলেই বলে। বাবার রচনা রচিত হয়েই আছে। এটাকে কেউই জানতে পারবে না। বাবা বলছেন, আমি তোমাদের বেশি পরিশ্রম করাচ্ছি না। কেবল বাবাকে ভুলে যাওয়ার জন্যই অধঃপতন হয়েছে, তাই তাকে জানতে হবে। তোমরা এখন ঘোর অন্ধকার থেকে সম্পূর্ণ আলোকে এসেছ। তাই তোমাদের সর্বদা জ্ঞানের নৃত্য করতে হবে। মীরা যে নৃত্য করত সেটা ছিল ভক্তির নৃত্য, যার কোনো অর্থই নেই। ব্যাসদেবকে ভগবান বলা হয়। কিন্তু বাবাই তো হলেন ব্যাসদেব, যিনি গীতা শোনান। তোমরা সবাইকেই এটা প্রমাণ করে বলতে পারো যে, সকল আত্মার পিতা একজনই এবং তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। নাহলে কে ভারতকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবে? বাবা ছাড়া আর কেউই স্বর্গ স্থাপন করতে পারবে না। সবাইকে মুক্তি দেওয়া কেবল বাবারই কাজ। পোপেরাও বলে যে একত্ব স্থাপন হোক। কিন্তু সেটা কিভাবে হবে? আমরা সবাই একজনের হয়েছি। আমরা কিভাবে একে অপরের ভাইবোন সেটা তো তোমরা জানো, তাই না? একত্ব মানে হল একজন পিতা, বাকি সবাই ভাই-ভাই। সমগ্র দুনিয়া বলে হে গড ফাদার দয়া কর। তাহলে এখন অবশ্যই দয়াহীন আচরণ করছে ? এটা জানেনা যে কে দয়াহীন আচরণ করে। দয়া তো কেবল বাবাই করেন। রাবণ দয়াহীন আচরণ করে। তাই তাকে পোড়ানো হয়, কিন্তু সে পোড়েনা। শত্রু মরে গেলে তাকে কি বারংবার পোড়ানো হয় ! কেউ কেউ তো বোঝেই না এরা কি বানায়। আগে তোমরা ঘোর অন্ধকারে ছিল, এখন আর নেই, তাই না? মানুষকে

কিভাবে বোঝাবে? কেবল বাবাই ভারতকে সুখধাম বানান। বাবার পরিচয়ই দিতে হবে। এটাও বোঝানো হয় কিন্তু সবাই তো বুঝবে না। সে-ই বুঝবে যে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হবে। বাবা বলছেন, "যে আমার ভক্ত তাকেই জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা কর। জ্ঞান ধন ব্যর্থ নষ্ট করোনা"। দেবতাদের ভক্তরা তো অবশ্যই দৈবীকুলের হবে। একমাত্র বাবাই হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, সকলেই তাঁকে স্মরণ করে। ইনি তো শিববাবা, তাই না? বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। কেউ ভাল কাজ করে গেলে তাকে পূজা করা হয়। কিন্তু কলিযুগে কোনো ভাল কাজ হবেই না, কারণ এখানে কেবল আসুরী অর্থাৎ রাবণের মতামতই প্রচলিত আছে। সুখ কোথায় আছে? বাবা কতই না ভাল ভাবে বোঝাচ্ছেন, কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে তখনই এইসব ধারণ হবে যখন তাকে বাবার পরিচয় দেওয়া হবে। ইনি হলেন বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু। ওনার কোনো বাবা এবং শিক্ষক নেই। সবার আগে তিনি হলেন মাতা-পিতা, তারপরে শিক্ষক, তারপরে সদগতি লাভের জন্য গুরু। এটা কতই না আশ্চর্যের যে বেহদের বাবা একাধারে বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু। তোমরা জানো যে ঐ বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। তিনিই ভারতকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। নরকের পরেই স্বর্গ আসে। এই নরকের বিনাশের জন্য অগ্নিও প্রস্তুত। হোলির সময়ে পুতুল বানায় এবং তারপর জিজ্ঞাসা করে স্বামীজী, এর পেট থেকে কি বেরোবে? বরাবর দেখা যায় যে ইউরোপবাসী যাদবদের বুদ্ধি থেকে অনেক কিছু বৈজ্ঞানিক সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে। তোমাদেরকে একটাই বিষয়ের ওপর বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে যে সকলের সদগতি দাতা একজনই। বাবা তো ভারতেই আসেন। তাই ভারত হল সবথেকে বড় তীর্থ। বলা হয় যে ভারত অনেক প্রাচীন। কিন্তু এটার অর্থ কেউ বোঝেনা। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ যে ভারত পুনরায় প্রাচীন হবে। তোমরা রাজযোগ শিখেছিলে, এখন পুনরায় শিখছ। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে বাবা প্রতি কল্পেই আমাদেরকে এই জ্ঞান দেন। শিবের অনেক নাম রেখে দিয়েছে। বাবুলনাথের মন্দিরও রয়েছে। তিনি কাঁটাকে ফুল বানিয়েছেন, তাই তাঁকে বাবুলনাথ বলা হয়। এইরকম আরো অনেক নাম আছে যার অর্থ তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো। তাই সবার আগে বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত যাকে সকলেই ভুলে গেছে। বাবাকে জানলে তবেই তো তাঁর প্রতি বুদ্ধিযোগ লাগবে। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। মুক্তিধাম থেকে জীবনমুক্তিধামে যেতে হবে। এটা হল পতিত জীবন-বন্ধন। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, অশরীরী হও। অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ কর। এর দ্বারাই তরী তীরে পৌঁছে যাবে। তিনি সকল আত্মার পিতা। বাবার নির্দেশ হল, আমাকে স্মরণ করলে সেই যোগবলের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে, অন্তিমে সুমতি এবং গতি হয়ে যাবে। আমাদেরকে এখন ফিরে যেতে হবে। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি যাব। কিন্তু তাড়াতাড়ি তো যাওয়া যাবেনা। উঁচু পদ পেতে হলে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আমরা হলাম এক বাবার সন্তান। বাবা এখন বলছেন আমাকে মনে মনে স্মরণ কর। কৃষ্ণ এই কথা বলে না। কৃষ্ণ এখন কোথায়? ইনি হলেন বাবা, প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন করেন, তাই তিনি অবশ্যই এখানেই থাকবেন। এইটা হল ব্যক্ত পতিত দুনিয়া। পতিত দুনিয়াতে কেউই পবিত্র হয়না। কল্পবৃক্ষের ছবিতে দেখা যায় যে ব্রহ্মা ওপরেও দাঁড়িয়ে আছে আবার নীচে বসে তপস্যাও করছে। সূক্ষ্মবতনে এর আকৃতিই দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্রহ্মাই পরে ফরিস্তা হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ তো এখন পতিত হয়ে গেছে, তাই না? আসল কথাটা যতক্ষণ বোঝানো না হবে ততক্ষণ কিছুই বুঝবে না। এর জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। মায়া ঝট করে বাবাকে ভুলিয়ে দেয়। নিশ্চয়ের আধারে লেখে যে আমি নারায়ণ পদ পাবই, কিন্তু পরে ভুলে যায়। মায়া খুব বড় শত্রু। যতই মায়ার বিঘ্ন আসুক, অটল থাকতে হবে। অন্তিমে এইরকম অবস্থা হবে। মায়া অনেক শক্তিশালী হয়ে লড়াই করবে। ছাগলের মত দুর্বল হলে মায়া এক ঝটকায় ফেলে দেবে। ভয় পেলে চলবে না। বৈদ্যরা বলে যে প্রথমে সমস্ত রোগ বাইরে বেরিয়ে আসবে।

মায়ার বিঘ্নও অনেক আসবে। যখন তোমরা খুব মজবুত হয়ে যাবে তখন মায়ার চাপ কম হতে থাকবে। মায়া বুঝে যাবে যে একে টলানো যাবেনা। বাবা এসেই পাথরবুদ্ধিকে পরশবুদ্ধি বানান। এই জ্ঞান খুবই সুন্দর। ভারতের প্রাচীন রাজযোগের অনেক গায়নও আছে। এই রাজযোগ তোমরাই জানো। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্বধর্মে স্থির হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে। নিজে জ্ঞানের ডান্স করে এবং অপরকেও করাতে হবে।

২) মায়ার বিঘ্ন আসলে অটল থাকতে হবে। ভয় পেলে চলবে না। মজবুত হয়ে মায়ার চাপকে প্রশমিত করতে হবে।

বরদান:- আত্মিক বৃত্তি এবং দৃষ্টির দ্বারা দুঃখের চিহ্ন মাত্রকে সমাপ্ত করে সর্বদা সুখদায়ী হও।

ব্রাহ্মণদের সংসার সকলের থেকে আলাদা তাই তাদের দৃষ্টি-বৃত্তি সবকিছুই আলাদা। যে চলতে ফিরতে আত্মিক দৃষ্টি এবং আত্মিক বৃত্তির অভ্যাস করে তার কাছে দুঃখের চিহ্ন মাত্রও থাকেনা, কারণ দুঃখ আসে দেহের ভাব থেকে। যদি শরীরের ভাবকে ভুলে গিয়ে আত্মিক স্বরূপে থাকা যায় তাহলে সর্বদা সুখই সুখ। তার সেই সুখময় জীবন সুখদায়ী হয়ে যায়। সে সর্বদা সুখের শয্যাতে শুয়ে থাকে আর সুখ স্বরূপে স্থির থাকে।